যিনা

ভালোবাসা কারে কয়

জাকারিয়া মাসুদ



সন্দীপন

যিনা

ভালোবাসা কারে কয়

লেখক

জাকারিয়া মাসুদ

রওশন কবির
PDF

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

চিন্তার ফেরিওয়ালা

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

শুরুর কথা

২০০৪ সালের কথা। তখন আমি ক্লাস ফোরের ছাত্র। ওই সময় দেখতাম, কোনো ঘরের ছেলে বা মেয়ে যদি পালিয়ে বিয়ে করত, তাহলে তাদের পরিবার লোক-লজ্জায় গা ঢাকা দিত। কোনো কোনো গ্রাম তো আরও বেশি সতর্ক ছিল। তারা এই ধরনের পরিবারগুলোকে সমাজচ্যুত করে দিত। কারণ, বিয়ে-বহির্ভূত প্রেমকে তারা দেখত গর্হিত অপরাধ হিসেবে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর রাত্রিযাপন তো আরও জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত হতো। যারা এটা করত, তাদের পরিবার-সুদ্ধ আইসোলেট করে রাখা হতো। যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো ঘরের ছেলে বা মেয়ে এই ধরনের কাজ করার দুঃসাহস না দেখায়।

সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলে সচরাচর কেউ তখন প্রেম করত না। করলেও অনেক লুকোছাপা বজায় রাখত। তখনকার দিনের মুরুব্বিরা বিষয়টাকে খুবই সেনসেটিভ হিসেবে দেখতেন। হারাম রিলেশনে কেউ জড়ালে যথাযথ ব্যবস্থাও নিতেন। এমনকি পরপুরুষের সাথে তোলা কোনো ছবি পেলে পিতামাতা ঠ্যাঙানি দিতেন মেয়েদের। এইটা আজ থেকে বিশ বছর আগেকার প্রেক্ষাপট। কিন্তু বর্তমান জামানা পুরোই বদলে গেছে।

এই কয়েক বছরে হারাম রিলেশন এতটাই সহজ হয়ে গিয়েছে যে, এখন বাবা তার ছেলেকে পুত্রবধূ খোঁজার নিয়তে প্রেমের ছাড়পত্র দিয়ে রাখে। মডার্ন অভিভাবকরা চায়, বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হোক। আর প্রেমিকা যদি সুন্দরী হয়, তবে তো সাত খুন মাফ। রিলেশন বজায় রাখতে সাপোর্ট দিয়ে যায় পুরো পরিবার। মেয়ের মায়েরা আরও এককাঠি সরেস। তারা বলে দেয়—'যদি ধরতেই হয়, তবে বড়টাকে ধরবি।' অর্থাৎ কারও সাথে যদি রিলেশনে যেতেই হয়, তবে বেছে বেছে টাকাওয়ালা ছেলেকে পটাবি!

হারাম রিলেশনকে শয়তান এবং তার দোসররা একদম সহজলভ্য করে ফেলেছে। যে-ব্যাপারগুলোকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী সময়ে কোনো পরিবার ঘৃণিত বলে বিবেচিত হতো, এখন সেগুলোই হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ট্রেন্ড। বেহায়াপনা এখন কোল্ড-ড্রিংস গেলার চাইতেও সহজ কাজ। আমাদের সামনেই বেগানা নারী-পুরুষ চুটিয়ে প্রেম করছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, পার্কের ঝোপঝাড়ে, রাস্তার দু-ধারে বসে তারা প্রেমগল্প জমাচ্ছে। ক্যাম্পাসে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। পরস্পর চ্যাটিং করছে নিশুতি রাতে। ভিডিও কলে অনেকেই আবার ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে নিজের গোপনাঙ্গ

দেখিয়ে! 'দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়'—এই কালচার পূরণ করতে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে লিটনের ফ্ল্যাটে!

যে-হারে হারাম রিলেশন বাড়ছে, তা সত্যিই টনক নড়িয়ে দেবার মতো। ICDDRB এবং BRAC একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে, **৫০% যুবক-যুবতী এখন বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত।** আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৯০% শহুরে এবং ৪৪% গ্রামীণ তরুণ-তরুণী হারাম যৌন-সম্পর্ক গড়ে তুলছে।[১] ব্যাপারটা কি এলার্মিং না?

এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব দ্রুত ইন্টারনেট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। অনেকেই বিটিএস-এর ফ্যান। ফেইসবুকে বিভিন্ন গ্রুপও আছে 'বিটিএস আর্মি' নামে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এখানে বেশিরভাগ সদস্যই নারী। প্রায়শই দেখবেন খবরে হেডিং আসছে—'বিটিএস এর সাথে দেখা করতে ঘর ছাড়লেন তরুণী'।[২] যুবক-যুবতীরা এখন খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়ে পড়ছে পশ্চিমা কালচার দ্বারা। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া স্টুডেন্টসরা এখন ফাসিক স্টারদের ফ্যান। এরা দু-চারটা সূরাও ঠিকমতো বলতে পারবে না। অথচ তাদের প্রিয় সেলিব্রেটির কয়টা এক্স আছে, বিয়ের আগেই তার কয়টা সন্তান হয়েছে, কোন ব্র্যান্ডের কাপড় সে পরে—সব একেবারে ঠুঁটস্থ করে ফেলেছে।

মিডিয়ার ফাসিক সেলিব্রেটিরা এখন শয়তানের দায়িত্ব পালন করছে।[৩] তাদের কাজই হলো সারাক্ষণ যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া। গান, মুভি, নাটক, শর্ট ফিল্ম সব জায়গায় যৌনতাকে প্রচার করা হয় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে। সেগুলো দেখে দেখে এখনকার জেনারেশন অভ্যস্ত। অনেক পরিবারে ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে অন্তরঙ্গ ক্লিপ দেখেন বাবা-মা'রা। আশির দশকেও এগুলো ছিল খারাপ অশ্লীল কাজ। সে-সময় কেউ হলে সিনেমা দেখতে গেলে লোকেরা তাকে খারাপ চোখে দেখত। আর এখন আইটেম সং দেখছে বাবা-মেয়ে একসাথে বসে! সন্তান তার বাবাকে হিন্দি-ইংলিশ মুভির লিংক পাঠাচ্ছে! ছিঃ! কী নির্লজ্জতা!

আমাদের মিডিয়াগুলো বড্ড সেয়ানা। দিনরাত তারা হারাম রিলেশনশিপের সবক দেয়। কিভাবে প্রেম করা যায়, অপরকে পটানো যায়—এসব টিপস তারা শেখায় হাতে-কলমে। হারাম রিলেশনকে ওরা প্রচার করে করে "কাছে আসার সাহসী গল্প" নাম দিয়ে। বিভিন্ন পত্রিকা অশ্লীল চটিগল্প নিয়ে 'ভালোবাসা সংখ্যা'

---

[১] The Price of Passion, *Daily Star,* Volume 4 62, September 9, 2005

[২] বিটিএস তারকাদের সাথে দেখা করতে ঘর ছেড়েছে ৩ স্কুলছাত্রী, বাংলা ইনসাইডার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

[৩] "...শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে **তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়,** আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার জন্যে, যা তোমরা জানো না।" [সূরা বাকারা, ২ : ১৬৮-১৬৯]

বের করে। প্রেমকে এখন মিডিয়ায় দেখানো হয় মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে। এর পেছনে দাঁড় করায় ব্যক্তিস্বাধীনতার ফিলোসফি। আর যুবক-যুবতীরা হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাদের বয়ানের পেছনে দৌড়ায়। **যে প্রেম বিশ বছর আগেও ছিল ঘৃণিত অপরাধ, আজ সেটাই হয়ে গেছে মানবাধিকার!!!**

প্রেম নয়, যিনা

প্রেম নিয়ে হাজারও গল্প-কবিতা-উপন্যাস-গান রচিত হয়েছে। বেশিরভাগ রচনাতেই খুব গ্লোরিফাই করা হয়েছে শব্দটাকে। প্রেমকে বানানো হয়েছে স্বর্গীয় বিষয়। 'যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে জীবনে অমর হয়ে রয়' কিংবা 'পিয়ার কিয়া তো ডারনা কিয়া'—এই টাইপের কলি শুনে আমরা অভ্যস্ত। নারী-পুরুষের বিবাহ-বর্জিত প্রেমটা এখন খুব মধুর বিষয়। অনেকেই এর নাম দিয়েছে 'পবিত্র ভালোবাসা', 'স্বর্গীয় অনুভূতি', 'মধুর মিলন'... শয়তানি আর কাকে কয়!

ছেলে-মেয়ের অবৈধ ভালোবাসা বোঝাতে 'প্রেম' শব্দটা অহরহ ব্যবহৃত হয়। অথচ এটা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই না। এটার নাম প্রেম নয়। এটাকে ভালোবাসাও কয় না। এর আসল নাম হলো 'যিনা'। হারাম রিলেশনশিপ বা প্রেমের আসল নাম হলো 'যিনা-ব্যভিচার'। শয়তানের প্ররোচনায় আমরা মনে করে থাকি—শুধু ফিজিক্যাল রিলেশনে জড়ালেই বুঝি যিনা হয়। না, ভুল ধারণা। লজ্জাস্থানের ব্যবহার হলো যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর বাইরেও যিনার প্রকার রয়েছে। চোখ, কান, মুখ, হৃদয়—প্রতিটি অঙ্গের জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বিধান। নবি কারীম ﷺ বলেন,

> "দু-চোখের ব্যভিচার হলো (হারাম দিকে) তাকানো, দু-কানের ব্যভিচার হলো (অশ্লীল জিনিস) শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (অশ্লীল) কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।"[৪]

গাইরে মাহরামের[৫] দিকে তাকানো হলো চোখের যিনা। তাদের সাথে খোশগল্প করা হলো মুখের যিনা। তাদের স্পর্শ করা হলো হাতের যিনা। তাদের নিয়ে কল্পনায় স্বপ্ন বোনা অন্তরের যিনা। লজ্জাস্থান কেবল সঙ্গমের কাজটি করে থাকে। এর আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় শরীরের বাদবাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সেই

---

[৪] মুসলিম, ২৬৫৭।

[৫] যাদের সাথে বিয়ে হালাল।

জন্যে ওইসব অঙ্গের জন্যেও রয়েছে আলাদা আলাদা যিনার বিধান। আজকাল এইসব যিনার পাপকে মানুষ পাপই মনে করে না। তাদের কাছে ব্যভিচারের সংজ্ঞা হলো সম্মতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক। এছাড়া আর কোনো কিছুকে তারা যিনা বলতে নারাজ। তাই তো যাস্ট-ফ্রেন্ড নাম দিয়ে ছেলেপেলেরা দেদারছে মাখামাখি করে বিপরীত লিঙ্গের সাথে। নারী-পুরুষ মিলে একসাথে ট্যুরে যায় দূর-দূরান্তে। রিসোর্টে একসাথে রাত কাটায় বন্ধু-বান্ধবীরা। দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডায় মেতে ওঠে সহপাঠিরা। এগুলোর সবই যিনা। এখানে 'পবিত্র দায়িত্ব' বা 'পবিত্র আমানত' বলে কিছুই নেই। বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসার সবটাই 'অপবিত্রতা' দিয়ে ছাওয়া।

> "তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।"[৬]

আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসই অপবিত্র। এগুলোকে গ্লোরিফাই করা কোনো মুমিনের কাজ নয়।

ধারেকাছেও যেয়ো না

আমাদের কোনো শুভানুধ্যায়ী যদি বলেন, 'সাবধান! তুমি ওই এলাকার কাছেও যাবে না'—এর দ্বারা কী বোঝা যায়? বুঝতে হবে, ওখানে ভয়াবহ কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে, যার দরুন তিনি আমাকে সতর্ক করছেন। আমাদের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী হলেন আল্লাহ তাআলা। প্রতিটি বান্দার ব্যাপারে তিনি কল্যাণকামী। আর সেই মেহেরবান রব আমাদের সতর্ক করে বলেছেন :

> "আর তোমরা **যিনার ধারেকাছেও যেয়ো না।** ওটা অশ্লীল কাজ এবং অতি জঘন্য পথ।"[৭]

যিনা মানেই অশ্লীলতা। আর সকল অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।[৮] আমাদের পালনকর্তা চান, তাঁর বান্দারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকুক। আর শয়তান আক্রমণ করে অশ্লীলতার দরজা দিয়ে। এ-কারণে তিনি বলছেন যে, তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারেকাছেও যাবে না। **যিনা করা তো দূরের কথা, কাছেও যাওয়া যাবে না। কারণ, ধারেকাছে ঘেঁষলেই**

---

[৬] সূরা আরাফ, ৫ : ১৫৭।

[৭] আল ইসরা, ১৭ : ৩২

[৮] আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।" [সূরা আনআম, ৬ : ১৫১]

তোমরা ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহর সেই সতর্কবাণী আমরা কানে তুলিনি। নিজেদেরকে মর্ডান প্রমাণ করার জন্যে যিনাকে আমরা এতটাই সহজলভ্য করেছি যে—এখন এটাকে গোনাহই মনে হয় না। এটা হয়ে গেছে যুবসমাজের স্বাভাবিক কালচার। তরুণ-তরুণীদের স্বাভাবিক ট্রেন্ড। কে কয়টা প্রেম করবে, সেটার টার্গেট নিয়েই মানুষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়!!! সমাজও এগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো বেহায়া যুগল রিকশার হুট তুলে চলাচল করলে, বাসে খুব ক্লোজলি বসলে, হাতে হাত রেখে রাস্তায় হাঁটলে, কিংবা অন্তরঙ্গভাবে কোথাও আলাপ করলে—আমাদের ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। আমরা যেন বিষয়টাকে সহজ দৃশ্য হিসেবে মেনে নিয়েছি। পার্কে যাব আর সেখানে অবৈধ কাপল থাকবে না, এটা তো হয় না! ছেলেমেয়ে ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দিবে, এটাই তো স্বাভাবিক!! অনেক বাবা এখন তার মেয়েকে বয়ফ্রেন্ডের হাতে সঁপে দিয়ে আসে দেখাশোনা করার জন্যে!!! এ যেন শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়ার মতো ঘটনা!

যিনার মতো এত নিকৃষ্ট একটা অপরাধ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কলেজ-ভার্সিটিতে খোলামেলাভাবে চলছে যিনার আড্ডা। ছেলে-বন্ধুরা প্রকাশ্য মজলিসে তারই কোনো মেয়ে-বন্ধুর ফিগার নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছে। কে কয়টা মেয়ের সাথে রাত কাটিয়েছে, সেটা বলে যাচ্ছে খোলাখুলিভাবে। অনেক মেয়েও আবার কয়েকগুণ এডভান্স। তারা আপডেট পর্ন শেয়ার করছে বয়ফ্রেন্ডের সাথে। পর্ন অভিনেতাদের নাম শেখাচ্ছে তার ক্লাসমেটকে। সেদিন শুনলাম অভিজাত পাড়ার মেয়েরা নাকি প্রকাশ্যে বলে—আমি এতটা ছেলেকে খাইছি! (আমি খুব দুঃখিত শব্দটার জন্যে। কিন্তু আজকাল এটাই ব্যবহৃত হচ্ছে)। প্রেমিক-প্রেমিকারা একটা প্রবাদও বানিয়ে নিয়েছে—'মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান!' শয়তানি আর কারে কয়!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছিলেন, যিনার ধারেকাছেও না ঘেঁষতে। আজ যিনা করাটাই হয়ে যাচ্ছে গর্বের বিষয়! কে কতটাকে খাইতে পারছে—সেটার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতস্ততও বোধ হচ্ছে না! এটা যেন শামসুর রাহমানের কবিতার মতো—'কী কী সহজে হয়ে গেল বলা, কাঁপলো না গলা এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস...।'

সম্মতির গুষ্টি কিলাই

অনেক মোটিভেশনাল স্পিকাররা বলে থাকে, প্রাপ্তবয়স্করা সব ব্যাপারে স্বাধীন। তারা যদি একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কার বাপের কী! সম্মতি (Consent)

থাকলে প্রেম-ভালোবাসা, এমনকি ফিজিক্যাল রিলেশনও বৈধ। এতে সমাজের আপত্তি করার কিছু নেই। যিনা-ব্যভিচারকে নর্মাল করে দিচ্ছে এসব তথাকথিত সেলিব্রেটিরা।

পশ্চিমারা আমাদেরকে 'Consent' নামের একটা জঘন্য শব্দ শিখিয়েছে। কনসেন্ট বলতে বোঝায় 'সম্মতি'। তাদের ভাষ্যমতে, শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের যদি সম্মতি থাকে, তাহলে সেটা বৈধ। পশ্চিমের এই বয়ান চোখ বুঝে প্রচার করছে বাংগু পোগোতিশীলরা। তাদের কথাগুলো শুনতে খুবই মধুর লাগে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এগুলো শয়তানের শেখানো (কু) যুক্তি মাত্র। সত্যের সাথে এর কানাকড়িও সম্পর্ক নেই। **সম্মতি থাকলেই যিনা-ব্যভিচার হালাল হয়ে যায় না। কোনো হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা মানুষের নেই।** হালাল ও হারাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। এই অধিকার কোনো মাখলুককে দেওয়া হয়নি। যেসব সেলিব্রেটিরা প্রেম ও যৌনতাকে সম্মতি থাকলে ভালো বলে, তারা আসলে মিথ্যাবাদী।

> **"বলো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?"**[৯]

অনুমতি থাক বা না-থাক, বিয়ে ছাড়া একজন নারী-পুরুষ কখনোই কাছাকাছি আসতে পারবে না। **আল্লাহ তাআলা বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ককে চিরকালের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। কোনো মায়ের ব্যাটার ক্ষমতা নেই একে বৈধ সাব্যস্ত করার। এখানে কোনো যুক্তি-তর্কের অবকাশ নেই।** আল্লাহর কসম! হারামের পক্ষে পশ্চিমাদের হাজারটা থিউরি, মোটিভেশনাল স্পিকারদের হাজারটা যুক্তি—কোনোটারই বিন্দু পরিমাণ মূল্য নেই। **বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম মানেই অশ্লীলতা। এতে শতবার সম্মতি থাকলেও সেটা অপবিত্র, হারাম।**

> "বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং সর্বপ্রকার গোনাহ।"[১০]

বেগানা নারীর সাথে প্রেম করা খুবই গর্হিত কাজ। সেটাকে আবার ভালো মনে করা তো আরও জঘন্য অপরাধ। কোনো ব্যক্তি যদি অকাট্ট কোনো হারাম বিধানকে হালাল মনে করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে এই শ্রেণীর লোকদেরকে শায়েস্তা করার কথা বলা হয়েছে :

> আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না; আর **আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গণ্য করে না**

[৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৯।

[১০] সূরা আরাফ, ৭ : ৩৩।

এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া দেয়।"[১১]

মুমিনের জন্যে হালাল হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। এই বাইরে পা ফেলা নিষিদ্ধ।[১২] অথচ ওরা আমাদেরকে শিখাচ্ছে—'চুমকি চলেছে একা পথে, সঙ্গী হলে দোষ কী তাতে?' একটা বেগানা নারীর পিছু নিলে কোনো দোষ নেই! এ কেমন সাংঘাতিক কথা! এভাবেই হারামকে নর্মালাইজড করা হচ্ছে যুগে যুগে। অথচ, ইসলামের বিধান সব যুগেই অপরিবর্তনশীল।

পশ্চিমা বয়ানের মাধ্যমে যিনা-ব্যভিচার কখনোই পবিত্র হয়ে যাবে না। বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম চিরদিনই হারাম থেকে যাবে। ফ্রি-মিক্সিং কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে। সেটা গ্রুপ স্টাডির নামে হোক, জাস্ট ফ্রেন্ডের নামে হোক, কিংবা নিজেদের বানানো তথাকথিত ভাই-বোন সম্পর্কের মাধ্যমে হোক। **এগুলো সবই ঘৃণিত কাজ।** এরপরেও যেসব লোকেরা কনসেন্টের দোহাই দিয়ে মুসলিম-সমাজে অশ্লীলতার প্রচার ঘটাবে, তাদের শাস্তি হবে বড্ড মারাত্মক।

> "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[১৩]

ভ্যালেন্টাইন্স ডে

কে কবে এই দিবস চালু করেছিল, তা কেউ জানে না। খোদ পশ্চিমা-বিশ্বও এটা নিয়ে পেরেশান। কোত্থেকে এলো এই জঞ্জাল? কে বানাল সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে এত রোম্যান্টিক গল্প? গবেষকরাও খুঁজে পাচ্ছে না সদুত্তর। *The New York Times* পত্রিকায় 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নিয়ে একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়।[১৪] সেখান থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে শেয়ার করছি।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্যাক বি. অরুচ এই দিবসটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। ১৯৮১ সালে 'St. Valentine, Chaucer and Spring in February' আর্টিক্যালে তিনি বলেন—১৪ শতকের কবি Geoffrey Chaucer সর্বপ্রথম সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে লেখালেখি করেন। তার আগে ইউরোপের

---

[১১] সূরা তাওবা, ৯ : ২৯।

[১২] আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কোরো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারাই অবিচারী।" [সূরা বাকারা, ২ : ২২৯]

[১৩] সূরা নূর, ২৪ : ১৯।

[১৪] The Origins of Valentine's Day: Was it a Roman Party or to Celebrate an Execution?, *The New York Times,* Feb. 14, 2023

কেউই এই ধারণার সাথে পরিচিত ছিল না। এই যাজককে কেন্দ্র করে প্রচলিত রোমান্টিক গালগল্পের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের সাথে ১৪-ই ফেব্রুয়ারির কোনো সম্পর্কও নেই।

তাহলে এই গল্প কেন বানানো হলো?

সেটার উত্তরও দিয়েছেন প্রফেসর অরুচ। ইউরোপীয়দের মনে হয়েছিল 'ভ্যালেন্টাইন' নামটি বেশ ভালো শোনায়। একটা ধর্মীয় ফ্লেবার আছে এর মধ্যে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য যেসব 'সেন্ট ডে' পালন করা হতো, সেগুলো ততটা রোম্যান্টিক না। যেমন: সেন্ট স্কলাসটিকা, সেন্ট অস্ট্রাবার্থা, সেন্ট ইউলেলিয়া ইত্যাদি। তাই নিজেদের অশ্লীল কার্যকলাপকে ধর্মীয় মোড়কে নর্মালাইজড করার জন্যে দিবসটি চালু করা হয়। এর পেছনে যুক্ত করা হয় প্রণয়ের নানান উপাখ্যান। **কিন্তু এগুলো শতভাগ বানোয়াট কাহিনি দিয়ে ভরপুর। অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত ইউসুফ-জুলেফার মিথ্যা কাহিনির মতো। প্রেমকে ধর্মীয় রূপে বৈধতা দেওয়ার জন্যেই মূলত এইসব গল্পের অবতারণা করা হয়।** ঠিক একই কাজ করেছে ইউরোপীয়রা। ২০১১ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর অরুচ আফসোস করে বলেছিলেন, '(আমার গবেষণা) কোনো পার্থক্যই তৈরি করেনি। প্রতি বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-কে নিয়ে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়, তাতে একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।'

দলিল থাক বা না-থাক, তাতে কী আসে যায়! নষ্টামি করার সুযোগ তো পাওয়া যাচ্ছে! এটাই-বা কম কিসে! গবেষকদের কথা শুনলে তো আর মজ-মাস্তি করা যাবে না! তাই নাপাক প্রেমকে সেলিব্রেট করতে মিথ্যা-জড়ানো এই দিনটিকেই পালন করে থাকে কাপলরা।

বাংলাদেশে কোত্থেকে এলো এই আবর্জনা?

সাংবাদিক শফিক রেহমান দিবসটি বাংলা মুলুকে আমদানি করেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই ভদ্রলোক ছিলেন লন্ডনে। দেশে ফিরে ১৯৯৩ সালে এই যিনা দিবসটি তিনি পালন শুরু করেন। বিলাতে দিবসটি 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নামে প্রচলিত থাকলেও আমাদের দেশে তা প্রচার করা হয় শুধু 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নামে। পরবর্তী সময়ে এর নাম বদলে রাখা হয় 'ভালোবাসা দিবস'। অথচ সবাই জানে—এটি মোটেও 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' এর সঠিক তর্জমা নয়। ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যিনার কালচারকে সহজলভ্য করতেই এই ছলছাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়। শফিক রেহমান বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজে বলেছেন: 'আমি বহু বছর লন্ডনে থাকার সুবাদে জানতাম, এখানে কিভাবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদ্‌যাপিত হয়। **কিন্তু বাংলাদেশে আমি এই**

নামের পরিবর্তে ভালোবাসা দিবস দিয়েছিলাম ইচ্ছে করে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে বললে অনেকে বলবে এটা খ্রিষ্টানদের ব্যাপার, বলবে আমি এটা ধর্মীয় দিকে টেনে নিয়ে গেলাম।'[১৫]

যে-দিবসটির কোনো অস্তিত্ব পশ্চিমা গবেষকরাও খুঁজে পাননি, সেটাকেই ঘটা করে পালন করছে বাংগু পোগোতিশীলরা! বাহ, বহুত খুব! যিনার কালচারকে সহজলভ্য করার জন্যে এখন 'ভ্যালেন্টাইন ফিলোসফি' দাঁড় করানো হচ্ছে। সামাজিকভাবে পালন করা হচ্ছে এই দিবসটি। এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে পহেলা ফাল্গুনকেও। একটা বাংলিশ ফ্লেবার দেওয়ার জন্যেই মূলত এই চক্রান্ত। বছরের এই দিনটিতে অনেক প্রেমিকা নিজে সঁপে দিচ্ছে প্রেমিকের বেদীতে। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে রিকশার হুট উঠিয়ে শুরু করছে যিনার কার্যক্রম। হোটেল বুকিং দিয়ে রাত-কাটানোর খবর তো আছেই! আর বছর ঘুরলেই রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে নবজাতক শিশু! শয়তান বেশ ভালোই মেহনত করেছে। শফিক রেহমান তাই অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'এতটা যে হবে, ভাবিনি।'[১৬]

চিরদিনের

একটা হাদিস বলি। আশা করি এতে টনক নড়বে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাওবান ﷺ। নবি ﷺ একদিন বললেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।'

সাওবান ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিন। যাতে অজ্ঞাতসারেও আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।' জবাবে নবি ﷺ বললেন, 'তারা তোমাদেরই জ্ঞাতিভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়েরই লোক। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। **কিন্তু একান্ত গোপন অবস্থায় আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।'**[১৭]

বান্দার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে গোপন পাপের কারণে। অথচ আজকে গোপন পাপাচারের পেছনে 'কনসেন্ট', 'ভ্যালেন্টাইন', 'পহেলা ফাল্গুন' ইত্যাদি নানান ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে! নিঃসন্দেহে এগুলো গর্হিত অপরাধ। চিরদিনের জন্যে যিনা একটি মারাত্মক অপরাধ। এটা মানুষের ঈমান নড়বড়ে করে দেয়।

---

[১৫] কখনো ভাবিনি যে এই ভালোবাসা দিবস এত বড় রূপ নেবে, বিবিসি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[১৬] প্রাগুক্ত।

[১৭] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, ৫০৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যখন কোনো বান্দা যিনায় লিপ্ত হয়, **তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার ওপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে।** যখন সে এ (নোংরা কাজ থেকে) বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট ফিরে আসে।"[১৮]

যিনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় একজন মানুষের ঈমান মাথার ওপর ঝুলতে থাকে। অথচ আমাদের সমাজ এই অপরাধকে মনে করে পবিত্র জিনিস! এই নিকৃষ্ট অপরাধ করার পর বুক ফুলিয়ে বলে—'আমি ওকে ভালোবাসি!' 'আমি তার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত!' 'ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না!'

'ভালোবাসা' দিবস নাম দিয়ে যিনাকে এখন সেলিব্রেট করা হচ্ছে। হারাম রিলেশনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ট্রিট পাচ্ছে বন্ধুরা! শুধু তাই নয়, লাভাররা সোশ্যাল প্লাটফর্মে এসে স্টেটাস দিচ্ছে—In a relationship (নাউজুবিল্লাহ)। **একদিকে এত বড় গোনাহ, অপরদিকে সেই গোনাহকে সেলিব্রেট! তাও আবার পাব্লিক-প্লেসে!! কত জঘন্য অবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছে আমাদের সমাজ!!!** যেখানে আল্লাহ যিনার ধারেকাছে যেতেও বারণ করেছেন, সেখানে যিনা চলাকালীন তারা ভিডিও শুট করছে। অনেকেই নিজেদের অন্তরঙ্গ দৃশ্য বন্ধুদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, অনেকেই আবার গ্রুপ সেক্স করছে প্রেমিকাকে নিয়ে[১৯]!!!

এই-যে খোলামেলা অশ্লীলতা, এর শাস্তি কিন্তু খুব ভয়ানক। আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"আমার সকল উম্মত ক্ষমা পাবে, (তবে নিজের পাপের কথা) প্রকাশকারী ব্যতীত। **নিশ্চয় এটা অনেক বড় ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল—যা আল্লাহ গোপন করে রাখলেন। কিন্তু ভোর হলে সে বলে বেড়াতে লাগল : এই, শুনো! আমি আজ রাতে এমন কাজ করে ফেলেছি।**... আল্লাহ তার কর্মের (ওপর পর্দা দিয়ে তা) গোপন রেখেছিলেন, আর ভোরে ওঠে সে তার ওপর থেকে আল্লাহর দেওয়া পর্দা খুলে ফেলল!"[২০]

মিরাজের রাত্রিতে নবিজিকে জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তি দেখানো হয়। তিনি দেখতে পান একটি আগুনের গর্ত। **সেখানে বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় শাস্তি পাচ্ছে।** নবি কারীম ﷺ ওদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানো হয়, **এরা হলো যিনাকারী।**[২১] অপর-এক হাদিসে নবি কারীম ﷺ বলেন, 'আমার

---

[১৮] আবু দাউদ, ৪৬৯০; তিরমিযি, ২৬২৫; সহীহুত তারগীব, ২৩৯৪।

[১৯] ইয়াবা সেবনের পাশাপাশি বন্ধুদের গ্রুপ সেক্সের শিকার, প্রবাসীর দিগন্ত, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

[২০] বুখারি, ৫৬৪৩।

[২১] বুখারি, ১৩৮৬।

কাছে দুজন লোক আসলো। তারা আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম, আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছি **যারা খুবই ফুলেফেঁপে আছে। তাদের গন্ধ এত প্রকট যে, মনে হচ্ছে তারা গণশৌচাগার।** আমি বললাম, এরা কারা? জানানো হলো, **এরা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী।**'[২২]

হাল জামানার ছেলে-মেয়েরা ওপেনলি তাদের হারাম রিলেশনের কথা জানান দেয়। আর শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোটা এখন তো খুব স্বাভাবিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যেন প্রেমের অধিকার! ছেলেপেলেরা রিলেশন করে এটার লোভেই। কেউ সেঞ্চুরি, কেউ হাফ সেঞ্চুরি, কেউ টি-টোয়েন্টি... কত রকম ম্যাচ যে এরা খেলে! অনেক পিতামাতাও এইক্ষেত্রে সাপোর্ট দিয়ে যায়। তারা জানে যে, সন্তান হারাম রিলেশনে জড়িত। কিন্তু বাধা দেয় না। হারাম জুটিকে একসাথে ঘুরাফেরা করতে দেখেও তারা ঘাবড়ে যায় না। অনেক এডভান্স পিতামাতা তো বেডরুমে বন্ধুর সাথে মেয়েকে খোশগল্প করতে দেখেও ভুরু কুঁচকায় না। বরং সাধুবাদ জানায়। বাসায় এনে মেয়ের প্রেমিককে দাওয়াত খাওয়ায়, এমন মডার্ন পিতার উদাহরণ কি নেই?

এটা তো গেল সাধারণ মানুষের অবস্থা! **অনেক লেবাসধারীরাও এসব থেকে মুক্ত না। দাড়ি-টুপি-ওয়ালা কিছু লোকও এই যিনা-ব্যভিচারে জড়িত।** আসলে তাদের কথার সাথে কাজের মিল নেই। আপনি চাইলেই গাইরে মাহরামের সাথে একান্তে গল্প করতে পারবেন না। হোক তা ভয়েস কলে অথবা চ্যাটিং-এর মাধ্যমে। ফেসবুকে অনেক মেয়ে আছে, যারা গায়ে পড়ে ছেলেদের পোস্টে কমেন্ট করে। একজন ভালো লিখলে বা গঠনমূলক আলোচনা করলে তার ইনবক্সে সরাসরি মেসেজ দেয়। রিপ্লে পেলে লাভ রিয়েক্ট দেয়। মেসেঞ্জারের এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। কী দরকার এসবের? ওই ছেলেটা কি আপনার গাইরে মাহরাম নয়? তাহলে ওর ইনবক্সে কী করছেন?

একই কথাটা ভাইদের জন্যেও। কোনো গাইরে মাহরাম মেয়েকে টেক্সট করার আগে শতবার ভাবা দরকার নয় কি? আপনি তাকে চেনেন না, জানেন না—প্রপোজ করে দিচ্ছেন মাসনার জন্যে? আপনার আত্মসম্মানবোধ কবে থেকে এতটা তলানিতে গিয়ে ঠেকল?

মুখে মুখে দ্বীনের কথা বললেও অনেকেই ধরা খায় এ যায়গায় এসে। দ্বীনদারিতার বেশভূষা গ্রহণ করলেও, অগোচরে এসব গোনাহয় জড়িয়ে পড়ে। এরা মানুষকে ঠিকই যিনা থেকে দূরে থাকার নসিহা দেয়, অথচ নিজেরাই আবার লুতুপুতু করে মেয়েদের সাথে। ওপরে ওপরে যিনা-ব্যভিচার নিয়ে পোস্ট লিখে,

---

[২২] তারগীব ওয়াত তাহরীব, ৩৪২৪।

কিন্তু তলে-তলে চলে গুঁতাগুঁতি। এদের শাস্তি আরও ভয়ানক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট জড়ো হয়ে বলবে, 'হে অমুক! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি-না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে?' সে বলবে, **'আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম বটে, কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকতে বলতাম ঠিকই, অথচ নিজেই তাতে লিপ্ত হয়ে যেতাম (সে জন্যেই আমার এই দশা)।'"**[২৩]

একটা ছেলে পাতি-সেলিব্রেটি হয়েছে, এখন সে মেয়েদের গ্রুপে পণ্ডিতি ফলাচ্ছে। ইনবক্সে মেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। জটিল জটিল মাসালা নিয়ে আলোচনা করছে। বিশ্বাস করুন, যতবড় বুজুর্গই সে হোক না কেন, একান্তে পরনারীর সাথে কথা বললে খারাপ ভাবনা মনে আসবেই। রাসূল ﷺ বলেছেন, **"সাবধান! কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে, সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান আগমন করে।"**[২৪] আর শয়তান যখন চলে আসে, তখন বাদবাকি কাজ সে-ই চালিয়ে নেয়।

আমরা প্রায়ই দেখি, অমুক ভাইয়ের স্ক্রিনশর্ট ফাঁস হচ্ছে, তমুক ভাইয়ের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে! একজন লেবাসধারীই তো ধরা খেয়ে বলেছিল—'এসব এডিট করার যায় ভাই!' হয়তো তাদের কথা শুরু হয়েছিল কোনো ভালো টপিক দিয়ে। 'ভাইয়্যা' আর 'আপু' ছাড়া কেউ কাউকে ডাকতোই না। কিন্তু শেষটায় এসে তারা বলছে—'বাবু খাইছো', 'বাবু নামাজ পড়ছো', 'কথা দাও বাবু, তুমি পর্দা করবা'...

আল্লাহ তাআলা এমনি-এমনি যিনার কাছে ঘেঁষতে বারণ করেননি। তিনি জানেন, কাছে গেলে আমরা সহ্য করতে পারব না। আগুনের কাছে গিয়ে মোম যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনি যিনার কাছাকাছি হলে আমরাও নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না। কারণ, নারীদেকে বানানোই হয়েছে আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে। আমাদের ফিতরাত তাদের দিকে এমনিতেই আকর্ষিত হয়। এটা আমরা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

" মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও

---

[২৩] বুখারি, ৩২৬৭; মুসলিম, ২৯৮৯।

[২৪] তিরমিযি, ২১৬৫।

কৃষিক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে।"[২৫]

ফিতরাতের এই চাওয়া-পাওয়াকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না। নারী-পুরুষ একান্তে মিলিত হলে, এই খায়েশাতের কাছে নির্ঘাত তারা পরাজিত হবে। তাই অন্তরাল বা পর্দা ছাড়া গাইরে মাহরামের সাথে যোগাযোগ রাখা খুবই বিপজ্জনক। একদিন-না-একদিন যিনার দিকে শয়তান টেনে নিয়ে যাবেই। সেটা হোক কথার যিনা, চোখের যিনা বা লজ্জাস্থানের যিনা। **যেহেতু শুরুই হয়েছে হারাম যোগাযোগের মাধ্যমে, তাই শয়তান একটা স্পেস অলরেডি পেয়ে গেছে। এখন সে খুব সহজেই বান্দাকে কাবু করে ফেলতে পারবে।**

এই জন্যেই রাসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর যে ব্যাপারে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে **যিনা ও গোপন প্রবৃত্তি**।"[২৬] কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে অনেক বেখেয়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের দিকে তাকাতেও নিষেধ করেছেন। অথচ, যুবকরা সেই নজর দিয়েই ঠিক করছে—এই বছর কে কাকে খাবে। এটা কি কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে? কিভাবে সে ঈমান-বিধ্বংসী যিনাকে নিজের টার্গেট হিসেবে সেটাপ করছে? কিভাবে সে আল্লাহদ্রোহীদের মতন গোনাহকে প্রকাশ্যে সেলিব্রেট করছে?

অশ্লীলতার ফাঁদ

বনী ইসরাঈলের সময় বারসিসা নামের এক লোক ছিল।[২৭] ধার্মিক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল বেশ। গ্রামের লোকেরা তাকে খুব বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত। বারসিসার গ্রামে তিন ভাই ও এক বোনের একটি পরিবার ছিল। এদের কোনো পিতামাতা না থাকায় বোনটি ছিল ভাইদের তত্ত্বাবধানে। একসময় যুদ্ধের ডাক এলো। ভাইয়েরা পড়ে গেল চিন্তায়। বোনকে একা রেখে তারা কিভাবে যাবে! কে করবে তার দেখাশোনা! গ্রামের লোকেরা তখন বলল, 'চিন্তা করো না। বারসিসা আছে না। তার কাছে রেখে যাও। সে তো বিশ্বস্ত লোক। তোমার বোনের কোনো ক্ষতি হবে না।'

বারসিসা প্রথমে রাজি হয়নি। সে বারবার ওজর দেখাচ্ছিল। শয়তান তখন নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে বলল—'বারসিসা, ভেবে দেখো! তারা যদি কোনো খারাপ লোকের কাছে বোনকে রেখে যায়, তখন কী হবে? কে রক্ষা করবে মেয়েটির সতীত্ব?'

---

[২৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪।

[২৬] তারগীব ওয়াত তাহরীব, ৩৪১৯।

[২৭] ইবনুল জাওযী, তালবিসে ইবলিস, পৃ. ৩৯।

বারসিসা বুঝতে পারেনি যে, এটা শয়তানের চালাকি। তাই মানুষের প্রতি দরদের কারণে মেয়েটিকে সাহায্য করতে সে রাজি হলো। গির্জার বিপরীতে একটি ঘরে তাকে আশ্রয় দিল। রোজ রোজ গির্জার সামনে সে খাবার রেখে আসত, আর মেয়েটি ঘর থেকে এসে খাবার নিয়ে যেত। বারসিসার সাথে তার কখনো দেখাসাক্ষাৎ হতো না।

কদিন যেতে-না-যেতেই শয়তান নতুন ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল—'তুমি কেন মেয়েটির খাবার তার ঘরের সামনে রেখে আসো না? তুমি জানো না, ওকে কত কষ্ট করে এতদূর পথ আসতে হয়? একটা মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেওয়া কি ঠিক, বলো?'

বারসিসা ভাবল, কথা তো সত্য। মেয়েটির ঘরের সামনে খাবার রেখে আসলে দোষের কী আছে! এবার সে ঘরের সামনে খাবার রেখে আসতে শুরু করল। শয়তান দেখল, ওষুধে কাজ হচ্ছে। এবার সে দিল নতুন চাল—'কেন তুমি তার ঘরে খাবার দিয়ে আসো না? খাবার নেওয়ার জন্যে মেয়েটি যখন বের হয়, তখন কি খারাপ লোকের নজর পড়ে না? কে জানে, কোন শকুনের চোখ লেগে যায়।'

প্রথম ওষুধ গেলার কারণে দ্বিতীয়টি সহজেই পুশ করা সম্ভব হলো। এবার বারসিসা মেয়েটির ঘরের মধ্যে খাবার দিয়ে আসতে শুরু করল। শয়তান তখন পুশ করল তৃতীয় টোপ—'মেয়েটার সাথে তোমার কথা বলা উচিত। এভাবে সে কতদিন একলা থাকবে? হাজার হোক, সে তোমার মেহমান। আর মেহমানকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখা কি ঠিক? এভাবে একা থাকলে সে তো পাগল হয়ে যাবে।'

বারসিসা মেয়েটির কথা চিন্তা করে তার সাথে আড়াল থেকে কথা বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে শয়তানের প্ররোচনায় তাদের মধ্যকার পর্দা উঠে গেল। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে তাদের মধ্যে গড়ে উঠল প্রণয়ের সম্পর্ক। শয়তান তখন আসল টোপ ফেলল। এর ফলে মেয়েটির সাথে যিনায় লিপ্ত হলো বারসিসা। অবৈধ সন্তান জন্ম নেওয়ার পর শয়তান আবার আসলো—'এটা তুমি কী করলে বারসিসা? তোমার প্রতি লোকেদের বিশ্বাস কি এখন বহাল থাকবে? তাড়াতাড়ি পাপের চিহ্ন মুছে ফেলো। মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে কিন্তু তোমার আস্ত থাকবে না!'

বারসিসা তখন হতভম্ব হয়ে বাচ্চাটিকে খুন করে মেঝেতে পুতে রাখল। এবার শয়তান বলল, 'তুমি ওই নারীর কলিজার টুকরাকে হত্যা করেছো। সে এই কথা কাউকে বলবে না ভেবেছো? ঠিকই সে ভাইদের কাছে সব খুলে বলবে। তখন বুঝবে যিনার কত মজা!'

বারসিসা বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কী করবে। দিশকূল না পেয়ে শেষমেশ মেয়েটিকে সে হত্যা করল। মেয়েটির ভাইরা ফিরে আসলে তাদেরকে একটা মিথ্যা কবর দেখিয়ে বলল, 'তোমাদের বোন অসুখে মারা গিয়েছে।' ভাইয়েরা তার কথা বিশ্বাস করে নিল। কিন্তু একদিন শয়তান তিন ভাইকে স্বপ্ন দেখাল যে, বারসিসার হাতে তাদের বোন খুন হয়েছে। আর তার লাশ ওই ঘরের মেঝেতে পুতে রাখা হয়েছে। ভাইয়েরা তখন স্বপ্ন যাচাই করার জন্য বারসিসার ঘরের মেঝে খুঁড়তে লাগল। কিছুদূর খুঁড়তেই বেরিয়ে এলো তাদের বোন এবং বাচ্চার লাশ। তারা বারসিসাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল রাজার কাছে। সব শুনে রাজা তাকে কতল করার আদেশ দিল। এবার শয়তান এসে বলল, 'শুনো বারসিসা, আমি হলাম শয়তান। তোমার এই বেহাল দশা আমিই করেছি। আর আমিই জানি, এখন কিভাবে বাঁচতে পারবে। তুমি যদি আমাকে সিজদা করো, তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বারসিসা শয়তানকে সিজদা করল এবং কাফির হয়ে গেল। শয়তান তখন বলল, 'আমি এখন তোমার থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' এই বলে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে গেল। রাজার নির্দেশে বারসিসার শিরচ্ছেদ করা হলো।

দেখুন, শয়তান কিভাবে বারসিসাকে ঈমানহারা করেছিল। সে এসেছিল বন্ধুর বেশে। এরপর নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে ফাঁদে ফেলেছিল বারসিসাকে। **তার মতো ধার্মিককেও সে বাগে আনতে পেরেছিল। কারণ, যিনার টোপ গিলে ফেলেছিল বারসিসা। এই অশ্লীল হাতিয়ার দিয়েই সে বধ করেছিল ধর্মভীরু লোকটাকে।**

> "শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।"[২৮]

শয়তান মানুষকে অশ্লীলতার ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দুর্বল হয়ে পড়ে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক। তখন তার ঈমান তাকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচাতে পারে না। একসময় খারাপ কাজটাই হয়ে যায় উপভোগ্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো-দাগ পড়ে যায়। কিন্তু সে যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তবে তার (সে দাগ-পড়া) হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। **কিন্তু সে যদি (গোনাহের) পুনরাবৃত্তি করে, তবে কালো-দাগ বেড়ে যায়। এমনকি সেটা তার**

---

[২৮] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৮।

পুরো হৃদয়ের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে।"[২৯]

প্রণয় যখন পূজার বেদী

অনবরত যিনা করতে থাকলে অন্তর হয়ে পড়ে কলুষিত। সেই অন্তর দিয়ে মন্দকে আর মন্দ বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ফলে লজ্জার কাজটাও নির্লজ্জের মতো করে ফেলে মানুষ। **আরও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এই গোনাহ তাকে নিয়ে যায় শিরকের জগতে। কিছু যুবক-যুবতী তাদের সঙ্গীর সাথে এমন চরম ভালোবাসায় জড়িয়ে যায়, যে-ভালোবাসার একান্ত হকদার ছিলেন আল্লাহ তাআলা।** এভাবে তাওহীদের চেতনা বিলীন হয়ে যায় তাদের মধ্য থেকে। আল্লাহর ইবাদতে রত হওয়ার চাইতেও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা তাদের কাছে বেশি মধুর মনে হয়। আল্লাহর দরবারে সিজদা দেওয়ার চেয়েও মেয়ে বান্ধবীর উরুতে মাথা রাখাটা তাদের কাছে বেশি প্রশান্তিকর লাগতে থাকে। আল্লাহর সাথে মুনাজাত করার চাইতেও গোপনে যিনার অভিসারে মেতে উঠতে পারলে তারা বেশি খুশি হয়। কুরআন তিলাওয়াতের চেয়েও তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায় প্রেমাস্পদের মেসেজ চেক করা। কতটুকুই ইবাদত করতে পারলাম—এর বদলে তারা চিন্তা করে প্রেমসখাকে কতটুকু ভালোবাসতে পারলাম। একপর্যায়ে তারা আর আল্লাহর জন্যে বাঁচতে চায় না। বাঁচতে চায় ভালোবাসার মানুষটির জন্যে—'আমি তোমার জন্য মরতে পারি ও সুন্দরী দাও গলেতে মালা...'

এই-যে চরম লেভেলের ভালোবাসা, এটা কী প্রমাণ করে?

> "আর মানুষের মধ্যে এমনো লোক আছে, **যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে।"**[৩০]

একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা এ-রকম হারাম রিলেশনে জড়িত, তারা একে অপরকে কী মাত্রায় ভালোবাসে! একেবারে সুপার-গ্লুর মতো লেগে থাকে সারাক্ষণ। ভালোবাসার মানুষের জন্যে সারা দুনিয়া কুরবান করতে প্রস্তুত থাকে। অথচ **দুনিয়ার সবকিছুর চাইতেও কেউ যদি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসতে না পারে, তবে তার ঈমান পূর্ণ হবে না।** কিন্তু ওই প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসতে থাকে। আল্লাহর বিধানের চেয়েও প্রেমের কমিটমেন্ট রক্ষা করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। ভয়ানক গোনাহকেও জীবনের

---

[২৯] তিরমিযি, ৩৩৩৪।

[৩০] সূরা বাকারা, ২ : ১৬৫।

চরম উপভোগ্য বিষয় মনে হয়। গোনাহকে সেলিব্রেট করতেও তাদের ঈমান কাঁপে না। বরং এটাকে তারা প্রেমের অধিকার ভাবতে থাকে। একটা সময় তারা ভালোবাসার ক্ষেত্রে চলে যায় শিরকি অবস্থানে। একটা গান তো হরহামেশাই বাজে :

তুয মে রাব দেখতা হে, ইয়ারা মে কিয়া কারু,
সাজদে সার ঝুকতা হে, ইয়ারা মে কিয়া কারু![৩১]

এই ধরনের শিরকি গান অহরহ গাইছে মানুষ। বুঝেশুনে, মনেপ্রাণে, দিল থেকে। এটা কী প্রমাণ করে?

প্রেমের মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে শিরকের অবস্থানে। আমরা মনে করি শুধুমাত্র ইবাদতের ক্ষেত্রেই বুঝি শিরক হয়। না ভাই, এর বাইরেও শিরক আছে। **আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করলে যেমন শিরক হয়, তেমনি কাউকে আল্লাহর চেয়ে বেশি মহব্বত করলেও শিরক হয়। এটাকে বলে ভালোবাসার শিরক।**[৩২] এটাও মারাত্মক অপরাধ। শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, **'এটি এমন শিরক, যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না।'**[৩৩] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলেন, **'প্রেমে পড়ে মানুষ প্রেমিকাকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলে। তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে প্রেমিকার প্রতিই বেশি ভালোবাসা থাকে। এই ধরনের প্রেমকে কখনো ক্ষমা করা হয় না। কারণ, এটা হচ্ছে জঘন্য শিরকের মধ্যে একটি। আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না।'**[৩৪]_[৩৫] শিরক করলে বান্দার স্থান হবে জাহান্নাম।

> "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এরূপ জালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৩৬]

হারাম ভালোবাসাগুলো কেন শিরকের দিকে চলে যায়?

এই ভালোবাসার শুরুই হয়েছে শয়তানের হাত ধরে। আর শয়তানের পরম আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া। শয়তান এটাই চাইবে,

---

[৩১] অর্থ : তোমাতেই রব দেখতে পাই, প্রিয়া আমি করব কী, সিজদায় মাথা নুইয়ে যায়, প্রিয়া আমি করব কী!।

[৩২] মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, কিতাবুত তাওহীদ, পৃ. ১২১-১২৩।

[৩৩] শিরকের স্বরূপ ও এর প্রকারগুলো কি কি?, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, ইসলাম-কিউএ।

[৩৪] ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫০।

[৩৫] আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।" [সূরা নিসা, ৪ : ৪৮]

[৩৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২।

একজন বান্দা সর্বোচ্চ লেভেলের গোনাহটা করুক। আর আমরা সবাই জানি, সবচেয়ে মারাত্মক গোনাহ হচ্ছে শিরক।[৩৭] **শয়তান যখন বান্দাকে ডিরেক্ট শিরকে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে বিকল্প হিসেবে দেখিয়ে দেয় হারাম ভালোবাসার পথ। এরপরের কাজটুকু তার জন্যে সহজ হয়ে যায়।**

বারসিসাকে যে রাস্তা ধরে শয়তান জাহান্নামী বানিয়েছিল, ঠিক একই পথ ধরে সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুব-সমাজকে। এর মাধ্যমে বান্দা অনুপ্রবেশ করছে শিরকের ভয়ানক জগতে। ভালোবাসার শিরকের প্রভাবে প্রেমিক উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। হতাশার সাগরে নিমিজ্জিত হচ্ছে রিলেশন না টিকলে। সে ভুলে যাচ্ছে নিজের আত্মপরিচয়, ভুলে যাচ্ছে তার বাবা-মা-সমাজ-সংসারকে। সর্বোপরি সে ভুলে যাচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। একপ্রকার মানসিক বিকারগ্রস্ততা ভর করছে তার মধ্যে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেন, "প্রেমে পড়ার কারণে মানুষ তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারায়, আদব এবং দ্বীন হারায়। সারাক্ষণ এটা নিয়ে পড়ে থাকার কারণে দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতিতে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়।"[৩৮]

প্রেমিকার কাছে প্রেমিকরা বাঁদরের মতো বান্ধা থাকে। সে তার ইচ্ছামতো ছেলেটাকে নাচায়। মেয়েটা চাইলে সে হাসে, আর কাঁদালে সে কাঁদে। অন্তরের দিক থেকে সে হয়ে যায় এক মানব-সুন্দরীর দাস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত ভালোবাসাটা সে নিবেদন করে প্রেমিকার সমুখে। এভাবেই চলে শয়তানের গোলামি। প্রিয়তমাকে বলতে থাকে—'মন পাঁজরে শুধু তুমি আছো, কেউ তো আর থাকে না।' ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'যখন কারও অন্তর কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়... তখন সে নারীর খাঁচায় বন্দি হয়ে যায়। সেই নারী তার মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। যেভাবে খুশি সেভাবে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।... সেই নারী তার ওপর এমনভাবে শাসন চালাতে থাকে, যেমনিভাবে প্রতাপশালী বাদশাহ তার প্রজাদের ওপর শাসন চালায়... **তবে নারীর শাসন রাজার শাসনের চেয়েও ভয়ানক। কারণ, অন্তরের বন্দিদশা দৈহিক বন্দিদশার থেকেও গুরুতর।**'[৩৯]

এটা একজন বান্দার জন্য কতটা ভয়াবহ বিষয় যে, একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে তার প্রাত্যহিক কাজগুলো আবর্তিত হচ্ছে। সারাক্ষণ সে একটা মেয়েকে নিয়ে ফিকির করছে... যোগাযোগ করতে না পারলে পাগল হয়ে যাচ্ছে...। অথচ আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। বিপরীত দিকে হারাম রিলেশনে থাকা মেয়েটিও সর্বক্ষণ তার প্রেমিককে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

---

[৩৭] "নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" [সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩]

[৩৮] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইস্তিকামাহ, ১/৪৫৯।

[৩৯] ইবনু তাইমিয়্যা, আল উবুদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯।

আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে তার বয়ফ্রেন্ডের সন্তুষ্টিই এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তায়-চেতনায়-শয়নে-স্বপনে সে কেবল তাকেই অনুভব করতে থাকে। যেভাবে মুমিনরা নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহর স্মরণে আর্দ্র রাখে, সেভাবে ওই মেয়েটাও প্রেমিককের নাম জপতে থাকে। প্রেমিক হয়ে যায় তার প্রণয়-দেবতা। সারাক্ষণ তারই আরাধনা চলতে থাকে হৃদয়মন্দিরে।

হায় আফসোস! মুসলমানের সন্তানরা তাদের মুহূর্তগুলো পার করছে যিনার সাগরে ডুব দিয়ে! তাদের প্রতিটা ক্ষণ কাটছে হারাম রিলেশনের ফিকির নিয়ে। অশ্লীল গল্প আর যৌনতা নিয়ে। আল্লাহকে নিয়ে তাদের কোনো ফিকির নেই। দ্বীনের বিজয় নিয়ে তাদের কোনো আক্ষেপ নেই। রাসূলের সম্মান রক্ষায় তাদের পদক্ষেপ নেই। ইসলামের বিধান মানার ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। মহান প্রভুকে উপাস্যের জায়গা থেকে ডিলেট করে সেখানে ভালোবাসার মানুষটিকে তারা বসিয়ে দিয়েছে। এখন দিনরাত চলছে প্রেমাষ্পদের পূজা।

প্রিয় ভাই ও বোন! যারা এই ধরনের চরম পাপে লিপ্ত আছেন, তারা সাবধান হোন। এটা কোনো সাধারণ গোনাহ না। ঈমান-বিনষ্টকারী ভয়ংকর গোনাহ। মনে রাখবেন—শুধুমাত্র দুর্গা, সরস্বতী, কালী কিংবা লক্ষ্মীর সামনে মাথানত করাটাই পূজার একমাত্র ভার্সন না। পূজা মানুষেরও হতে পারে। যেমনটা আজকালকার প্রেমিক-প্রেমিকারা করে থাকে। কিন্তু এটাকে তারা অপরাধ মানতে নারাজ। বরং তাদের দাবি হচ্ছে, এটাই নাকি ভালোবাসার অধিকার। ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে এখন প্রেমধর্মের উপাসনা করছে তারা!

প্রেমের উন্মাদনা

প্রেম-পিরিতির উন্মাদনার কারণে ছেলের হাত খুন হচ্ছে বাবা, মেয়ের হাতে খুন হচ্ছে তার অভিভাবক। কয়েকটি নিউজ খেয়াল করুন :

☑ গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী জানান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র আকাশ শহরের মাষ্টারপাড়া এলাকার এক ছাত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রেমে বাধা দেয়ায় আকাশ তার বাবাকে খুন করার পরিকল্পনা করে। আকাশ আজ ভোরে বাবা-মা'র শয়ন কক্ষে ঢুকে ধারালো ছোড়া দিয়ে তার বাবা আখতার আমিন বাবলাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। এ সময় মা ডলি বেগম তার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে আকাশের ছুরিকাঘাতে তিনি মারা যান।[৪০]

[৪০] প্রেমে বাধা দেওয়ায় গাইবান্ধায় ছেলের হাতে মা খুন, বাবা আহত, ঢাকা টাইমস, ১৩ জুলাই ২০২১।

☑ বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না বাবা। তাই ১৫ বছরের মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে পরামর্শ করে খুন করল বাবাকে। মেয়ে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে প্রেম করুক, তা কখনোই চাননি তার বাবা। তাই এর শাস্তি হিসেবে এমন চরম পদক্ষেপ নিল নাবালিকা। পুলিশের কাছে কোন সংকোচ ছাড়াই অপরাধ কবুলও করেছে সে এবং জানিয়েছে নিজের ইচ্ছায় জীবন বাঁচতে বাবাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪১]

☑ রংপুরের পীরগাছায় মেয়ের প্রেমে বাধা দেয়ায় নওশাদ আলী নামের এক বাবা খুন হয়েছেন। প্রেমের বিষয়টি মেনে না নেয়ায় তাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মেয়ের প্রেমিকের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মামলা করার পরে প্রেমিক আব্দুল করিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৪২]

☑ মেয়ের সঙ্গে প্রেমে বাধা দেওয়ায় বাবাকে খুন করা হয়েছে। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় নির্মাণ-শ্রমিক নজরুল ইসলাম খুনের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ওই যুবকের নাম আবদুল মুবিন ওরফে লিমন।[৪৩]

☑ লক্ষ্মীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলেজে যাওয়ার পথে সুবর্ণা মুনতাহা রিজমি নামের এক ছাত্রীকে কুপিয়ে ও ইট মেরে আহত করা হয়েছে। দালাল বাজার ডিগ্রি কলেজের ছাত্র তানজীদ আহমেদ রিহান তার বখাটে বন্ধুদের নিয়ে এ ঘটনা ঘটান।[৪৪]

☑ গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় চার বছর বয়সের একটি শিশুর স্কুলপড়ুয়া বোনকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন সাকিব হাসান। প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় প্রায়ই তাকে উত্ত্যক্ত করত। একপর্যায়ে সাকিব হাসান তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। এই পরিস্থিতিতে সাকিবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যায় অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পরিবার। তারা অন্যত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। বিয়ের খবরে ক্ষিপ্ত সাকিব ওই স্কুলছাত্রীর ভাইকে অপহরণের পর গলা টিপে হত্যা করে।[৪৫]

☑ প্রেমের বিয়েতে বাধা দেওয়ায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ছেলের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন এক বাবা। দুপুরে উপজেলার ভাটিয়ারী এলাকার হাসনাবাদে এ

---

[৪১] প্রেমে বাধা দিয়েছিল বাবা! বয়ফ্রেন্ডের সাথে প্ল্যান করে কুপিয়ে খুন করলো মেয়ে, হিন্দুস্তান টাইমস

[৪২] মেয়ের প্রেমে বাধা দেয়ায় বাবা খুন, প্রেমিক গ্রেফতার, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩।

[৪৩] প্রেমে বাধা, মোবাইলে ডেকে বাবাকে খুন, নিউজ টোয়েন্টিফোর, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯।

[৪৪] প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলেজছাত্রীকে কুপিয়ে আহত, কালের কণ্ঠ, ২৯ আগস্ট, ২০২৩।

[৪৫] বোন প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় চার বছরের ভাইকে অপহরণের পর হত্যা, প্রথম আলো, ১৬ মে ২০২৩।

মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত বেলাল হোসেন পেশায় দিনমজুর।[৪৬]

মুসলমানের বাচ্চা অস্ত্র হাতে নেবে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে। আজ তারা অস্ত্র তুলে নিচ্ছে হারাম প্রেম বিজয়ী করার জন্যে! যিনার সম্পর্ক টেকানোর জন্যে নিজের বাবা-মাকে খুন করতেও দ্বিধা করছে না!

হায় আল্লাহ! তুমি এদের বুঝ দান করো। তোমার আযাব আসার জন্যে তো এই একটা অপরাধই যথেষ্ট!

সত্যিই যদি ফিরতে চান

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀ অত্যন্ত জবরদস্ত আলিম ছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা চলে আসত তাঁর ক্লাস অ্যাটেন্ড করার জন্যে। ক্লাসে তিল ধারণের ঠাঁই হতো না। ইলমে আমলে তিনি ছিলেন যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব। এখনো মুসলিমরা তাঁকে মর্যাদা প্রদান করে ইমাম হিসেবে।

জীবনের প্রথম দিকে দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন তিনি। ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন মানুষের অন্তরে। তাঁর নাম শুনলে সবাই কাঁপত থরথর করে। ডাকাত থাকা অবস্থায় তিনি এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু পরহেজগার মেয়েটা পাত্তা দেয়নি তাকে। একদিন দেয়াল টপকে প্রেয়সীর বাড়িতে হানা দেন ফুযাইল। ওই সময় কুরআন তিলাওয়াত করছিল মেয়েটি। সে পড়ছিল :

> “যারা ঈমান এনেছে, তাদের কি আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?”[৪৭]

আয়াতটুকু শোনার পর কেমন জানি ধাক্কা খেলেন ফুযাইল। নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন—‘হ্যাঁ, সময় হয়েছে। হ্যাঁ, সময় হয়েছে।’ এরপর আর দেখা করেননি মেয়েটির সাথে। ডাকাতির পেশা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন চিরতরে। আন্তরিক তাওবা পাল্টে দিয়েছিল তাঁর জীবন। ডাকাত ফুযাইল থেকে ইমাম ফুযাইল বানিয়েছিল তাঁকে। আল্লাহর বন্ধুদের একজন হয়েছিলেন তিনি। একবিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো আলিম পাওয়া যাবে না, যিনি ফুযাইলের নাম শোনেননি। উপকৃত হননি তাঁর ইলম থেকে। ইতিহাসের পাতায় ফুযাইল ﵀ নামটি লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।[৪৮]

---

[৪৬] প্রেমের বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বাবাকে খুন করলেন পাষণ্ড ছেলে, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২।

[৪৭] সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ১৬।

[৪৮] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৩৪৪।

'আমি কোনোভাবেই পারছি না', 'সারাক্ষণ তার কল্পনা আমায় তাড়া করছে', 'এতদিনের সম্পর্ক কিভাবে ব্রেকাপ করব'—এইসব লেইম এক্সকিউজ নিয়ে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, 'মানুষ স্বেচ্ছায় প্রেমে পড়ে। সে ইচ্ছা করেই প্রেমিকাকে দেখে, তার কথা ভাবে, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। **যেহেতু, তার নিজের কারণেই তার প্রেম তীব্র হয়, তাই সে এবং শুধুমাত্র সেই-ই এর কারণে দায়ী থাকবে।** এটা অনেকটা মদ পান করার মতোই। মদ পান করা কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপরেই নির্ভর করে। কিন্তু এর ফলাফল (যেমন স্মৃতিভ্রম, হতাশা, অসুস্থতা) তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু যেহেতু সে ইচ্ছা করেই মদ পান শুরু করেছিল, **তাই "এটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল"—এই কথা বললে তাকে মাফ করা হবে না।'**[৪৯]

পদক্ষেপ না নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কোনো ফায়দা হবে না। আমি ফিরতে পারছি না—এইসব অজুহাত কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। আপনি তো ফেরার জন্যে শক্তপোক্ত পদক্ষেপই নেননি, পারবেন কী করে? যিনা-ব্যভিচারের পথ থেকে আলোতে ফিরতে হবে আপনাকেই। কারণ, আপনার দরকার জান্নাত। আর আপনি একটু চেষ্টা করলেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেবেন। তাই নিজ উদ্যোগে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. আন্তরিক তাওবা

হাদিসের একটা ঘটনা শুনুন। একদা মায়িয ইবনু মালিক এসে নবিজিকে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।' নবি কারীম ﷺ বললেন, 'তোমার প্রতি আক্ষেপ! চলে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।' তিনি সামান্য একটু গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।' নবি কারীম ﷺ একই জবাব দিলেন—'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।' এভাবে চারবার মায়িয এসে সারেন্ডার করল। রাসূলুল্লাহ তখন ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে কোন জিনিস হতে পবিত্র করব?' তিনি বললেন, 'যিনা হতে।' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কাছে জানতে চাইলেন, মায়িযের মাথায় কোনো পাগলামি আছে কি না। তাঁরা বললেন, 'না, তিনি পাগল নন।' নবি ﷺ আবার বললেন, 'সে কি তবে মদ পান করেছে?' তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি তাঁর মুখ শুঁকে দেখল। কিন্তু মদের কোনো নামগন্ধও পাওয়া গেল না। শেষমেশ নবি ﷺ মায়িযকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সত্যিই যিনা করেছো?' তিনি বললেন, 'জি, হ্যাঁ।'

---

[৪৯] Muhammad Salih Al-Munajjid, Lust, p.10

বিবাহিত মায়িয যিনা করার কারণে তার ওপর মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হলো। নবি ﷺ তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার (রজমের) নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনার দুই-তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা মায়িয ইবনু মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। **কেননা সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যেও বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।**'[৫০]

গামিদ গোত্রের ব্যভিচারী মহিলাকে রজম করার পর রাসূল ﷺ বলেছিলেন, **'নিশ্চয় সে এমন তাওবা করেছে, যদি কোনো জুলুমবাজ ব্যক্তিও এমন তাওবা করত, তবে তাকেও ক্ষমা করা হতো।**'[৫১] জুহাইনা গোত্রের এক ব্যভিচারী মহিলার তাওবার ব্যাপারে তিনি বলেন, **'যদি তা মদিনার ৭০ জন লোকের মধ্যে বণ্টন করা হতো, তাহলে সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত।**'[৫২]

সুবহানাল্লাহ! কী পরিমাণ বিশুদ্ধ তাওবা করেছিল তারা। সে তাওবার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। শুধু ক্ষমাই নয়, তারা হয়ে গিয়েছিলেন বিশুদ্ধচিত্তের অধিকারী। আসলে গোনাহ যত বড়ই হোক না কেন, তাওবা করলে মাফ পাওয়া যায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলেন,

> "হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো—তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"[৫৩]

নবি কারীম ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করেন।"[৫৪] আসলে, বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা অসীম। তিনি এই অসীম ভালোবাসা বরাদ্দ রেখেছেন আমাদের জন্যেই। তাই তো বান্দার ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়াটা তাঁকে বেশি আনন্দিত করে।[৫৫]

মাঝেমধ্যেই আমরা পরাজিত হই প্রবৃত্তির কাছে। কারণ খারাপ জিনিসের প্রতি আমাদের সত্তাগত দুর্বলতা রয়েছে। তাই চলতে-ফিরতে ভয়ানক অপরাধ করে ফেলি। কিন্তু অপরাধ যত ভয়াবহ-ই হোক না কেন, বসে থাকা যাবে না। তাওবা করতে হবে। এটাই মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আপনার অন্তরে যে ঈমান

---

[৫০] মুসলমি, ১৬৯৫।

[৫১] মুসলিম, ১৬৯৫।

[৫২] মুসলিম, ৪৫২৯।

[৫৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩।

[৫৪] মুসলিম, ৬৭৬৫।

[৫৫] নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার কারণে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন।" [মুসলিম, ৬৭০৫]

আছে, সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাওবার মাধ্যমে।

> আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি জুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে (তদের) গোনাহ ক্ষমা করবে? **আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বারবার করে না।**"[৫৬]

তাওবা করলেই ক্ষমা করা হবে। তবে শর্ত একটাই—আন্তরিক মন নিয়ে গোনাহ থেকে ফিরে আসতে হবে। খালি মুখে মুখে কয়েকবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লাম, আবার যেই-সেই হয়ে গেলাম—এটার নাম তাওবা নয়। এটা একপ্রকার ফাজলামি। অন্তরে কোনো অনুশোচনা নেই, পাপের জন্যে অনুতাপ নেই—এমন গাফিলের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। তাওবা মানে হলো, অনুতপ্ত হয়ে রবের দিকে ফিরে আসা। নিজের গোনাহের জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করা।[৫৭] **জেনেশুনে গোনাহ রিপিট না করা।**

প্রিয় বোন! যিনার গোনাহ থেকে চিরদিনের জন্যে ফিরে আসতে হবে। হারাম রিলেশনের বাঁধন ছেড়ে নিজেকে সঁপে দিতে হবে এক আল্লাহর কাছে। নয়তো আপনার কোনো দুআই কবুল হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, "অর্ধরাতে আকাশের দরজা খোলা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ডেকে বলেন, 'কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি, তার প্রার্থনা কবুল করা হবে? কোনো সাহায্য কামনাকারী আছে কি, তাকে সাহায্য করা হবে? কোনো সংকটে নিমর্জিত ব্যক্তি আছে কি, তার সংকট দূর করা হবে?' এ সময় কোনো মুসলমান দুআ করলে তার দুআ কবুল করা হয়। **তবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত যে নারী, তার দুআ কবুল হয় না।**"[৫৮]

প্রিয় ভাই! অশ্লীলতা ছেড়ে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসুন। তাঁর রহমতের দরজা সারাক্ষণ খোলা রয়েছে। একজন মা তার সন্তানের সাথে রাগারাগি করে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতের দরজা কখনোই বন্ধ করেন না। প্রতি শেষ রাতে পাপাচারীকে তিনি ডাকতে থাকেন মাফ করে দেওয়ার জন্যে।[৫৯] আল্লাহর সেই ডাকে কি আপনি সাড়া দেবেন না?

> হে আদম-সন্তান! তুমি যতদিন আমায় ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে—**তোমার পাপ যা-ই হোক না কেন—আমি তা ক্ষমা**

---

[৫৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৫।

[৫৭] নবি ﷺ বলেন, "অনুশোচনাই হওয়াই হলো তাওবার মূল বিষয়।" [ইবনু মাজাহ, ৪২৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৬১৪; সহীহুত আত-তারগীব, ৩১৪৬-৩১৪৭]

[৫৮] তারগীব ওয়াত তাহরীব, ৩৪২০।

[৫৯] বুখারি, ১১৪৫; মুসলিম, ৭৫৮।

করে দেব। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আদম-সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, **তবুও আমি সব পাপ ক্ষমা করে দেব।** এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আদম-সন্তান! তুমি যদি জমিন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও—আর আমার সঙ্গে কোনোকিছু শরিক না করে থাকো—তবে আমি সে পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমায় দান করব।"[৬০]

যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। ভুল সংশোধন করাই মুমিনের কাজ। **"প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না।"**[৬১] তাই ভুল রিপিট না করে, চুপিসারে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিন। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

২. ভালোবাসার রিপ্লেসমেন্ট

অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে, অটোমেটিক সেখানে গাইরুল্লাহর মহব্বত স্থান পায়। কারণ, **'আমাদের দেহ অলস হয়ে পড়লেও অন্তর কখনো অলস হয় না। আমাদের নফস আমাদেরকে হয় ভালোর দিকে নতুবা খারাপ কাজে ব্যস্ত রাখে।'**[৬২] শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ ব্যাখ্যা করে বলেন, **'কারও অন্তরে যদি আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা না থাকে, তবে সে অন্তর স্বাভাবিকভাবেই অন্য কারও ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে।** আমাদের নফস কখনোই অলস থাকে না। **আমরা যদি একে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যস্ত না রাখি, তবে তা আমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যস্ত রাখবে।'**[৬৩]

অন্তরে আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা না থাকলে, সেখানে সৃষ্টির প্রতি গভীর অনুরাগ অনায়াসেই ঢুকে যায়। তেমনি আমাদের জল্পনা-কল্পনায় যদি মহান আল্লাহ না থাকেন, অটোমেটিক সেখানে অন্যকিছু চলে আসে। আমাদের চিন্তা-চেতনায় যদি আল্লাহর যিকির, তাঁর বড়ত্ব, নবিজির প্রতি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আজেবাজে চিন্তা ঠিকই সেই ফাঁকাস্থান গ্রাস করে নেয়। অন্তর কখনোই খালি থাকবে না। সেটা কিছু-না-কিছু দ্বারা ভরাট হবেই। **কাজেই, অন্তরকে হালাল ভালোবাসায় ব্যস্ত রাখুন। তাহলে গাইরুল্লাহর প্রতি যে টান ছিল, সেটা এমনিতেই কেটে যাবে।**

---

[৬০] তিরমিযি, ৩৪৪০; সহীহাহ,১২৭, ১২৮।

[৬১] বুখারি, ৬১৩৩।

[৬২] ইবনুল কাইয়্যিম, তারিকুল হিজরাতাইন, পৃ. ৪১৩।

[৬৩] Muhammad Salih Al-Munajjid, Lust, p. 24-25.

শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, **'কারও অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর প্রেম একসাথে জায়গা নিতে পারে না।'**[৬৪] দেখবেন, অন্তরে হালাল ভালোবাসা ঠাঁই পেলে, হারাম প্রেম এমনিতেই দূরে চলে যাবে। অন্ধকার দূর করার জন্যে অতবেশি হম্বিতম্বি করার দরকার নেই। হাতে থাকা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে নিন। অটোমেটিক আঁধার দূরীভূত হয়ে যাবে। **ঠিক তেমনি ইসলাম সমর্থিত ভালোবাসায় নিজের হৃদয়কে রাঙিয়ে নিন, হারাম থেকে বেঁচে থাকা খুব ইজি হয়ে যাবে। হারাম ভালোবাসার অসংখ্য বিকল্প সমাধান রয়েছে, সেগুলোতে নিজেকে অভ্যস্ত করুন :**

☑ আল্লাহ[৬৫] ও তাঁর রাসূলকে[৬৬] ভালোবাসতে হবে সবচেয়ে বেশি। এইক্ষেত্রে কোনো গড়িমসি চলবে না। ঈমানদার হতে চাইলে অবশ্যই এই দাবি পূরণ করতে হবে। কাজেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা দিয়ে অন্তরকে রাঙিয়ে নিন।

☑ পিতা-মাতাকে ভালোবাসাও ইসলামের দৃষ্টিতে খুব জরুরি। এটা আল্লাহ তাআলার আদেশ।[৬৭] তাদের খেদমত করা, খোঁজখবর রাখা, সুঃখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া—সন্তানের ওপর ফরজ দায়িত্ব। কোনো সন্তান যদি তাদেরকে অবহেলা করে, তবে সে নির্ঘাত ধ্বংস হবে।[৬৮]

☑ ভালোবাসার আরেকটি ক্ষেত্র হলো আপন স্ত্রী। ভালোবসে স্ত্রীর মুখে কেউ যদি খাবার তুলে দেয়, তবে সেটার জন্যেও বদলা পাবে।[৬৯] এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেও তার নেকি হবে।[৭০] সুবহানাল্লাহ! কত বিস্ময়কর এক হাদিস! কত চমৎকার এক হাদিস! কোনো বান্দা তার **শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্যে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলেও সওয়াব পাবে।** এই ইবাদত কতই-না সহজ আমাদের জন্যে।

---

[৬৪] Ibid, p. 15.

[৬৫] সূরা তাওবা, ৯ : ২৪।

[৬৬] নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।" [বুখারি, ১৫]

[৬৭] সূরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ২৩।

[৬৮] হাদিসে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার দুজনকে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, কিন্তু তাদের সেবা করে জান্নাতে যেতে পারল না, সে ধ্বংস হোক। [মুসলিম, ২৫৫১]

[৬৯] নবি ﷺ বলেন, "আর যাই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য সদাকা হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে, তাও (সদাকা)।" [বুখারি, ৫৩৫৪]

[৭০]এই কথা শুনে সাহাবিরা বিস্ময় নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজের স্ত্রী-সম্ভোগ করলেও সওয়াব হবে!' আল্লাহর নবি ﷺ সরাসরি উত্তর না দিয়ে উপমা সহকারে বললেন, 'আচ্ছা, বলো তো দেখি—যদি কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটায় বা যিনা করে, তাহলে কি সে গোনাহের ভাগীদার হবে না? সুতরাং এই কাজ যখন সে বৈধভাবে করবে, এর জন্যে অবশ্যই সওয়াব পাবে।' [মুসলিম, ১০০৬]

☑ নিজের সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসুন। সন্তানের জন্যে ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে রয়েছে বিশাল ফজিলত। তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হলে আল্লাহও আপনার প্রতি দয়া করবেন।[৭১]

☑ বড়-ছোটদের প্রতি খেয়াল রাখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যারা বড়কে সম্মান করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৭২]

☑ দ্বীনি ভাইদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসুন। এটা বিশাল সওয়াবের কাজ। মুআয ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"আল্লাহ তাআলা বলেন: **আমার মর্যাদা ও পরাক্রমশীলতার কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবাসবে, (কিয়ামতের দিন) তাদের জন্যে থাকবে নূরের মিম্বার। নবি ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের দেখে ঈর্ষা করবেন।**"[৭৩]

সুবহানাল্লাহ! ভালোবাসার কী মহা প্রদিতান! অপর ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা লালন করার কারণে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নূরের মিম্বারে বসাবেন। শুধু তাই না, আরশের ছায়ার নিচেও আশ্রয় দেবেন।[৭৪] নবিগণ-শহীদগণ আপনাকে দেখে ঈর্ষা করতে থাকবেন। তাহলে আর দেরি কেন? এত এত ফজিলপূর্ণ ভালোবাসার জায়গা থাকতে, কেন শয়তানি ভালোবাসায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবেন?

৩. নিজেকে প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখা

কথায় আছে—অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা। আপনি যত নিজেকে অলস বানিয়ে রাখবেন, তত বেশি ট্রমাটাইজড হতে থাকবেন। পূর্বের কথা বারবার মনে হতে থাকবে। শয়তান বারবার লাড়া দিবে আরকি! তাই নিজেকে প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখুন। **আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিছু-না-কিছু অবশ্যই করতে হবে। এতদিন যে গোনাহ করেছেন, তার কাফফারা-স্বরূপ বেশি বেশি ইবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।** কিছু না পেলে বাসায় আম্মুকে সময় দিন, তার কাজে হেল্প করুন। আব্বুর কাপড় ধুয়ে দিন। বাসার সদস্যদের নিয়ে তালিম করুন। ইসলামি লেকচার শোনা, বইপত্র পড়া, দ্বীনি ভাইদের সাথে সময় কাটানো, ইসলাহী মজলিসে যাওয়া—এসবও অনেক ইফেক্টিভ হবে ইনশাআল্লাহ।

কখনোই একা পড়ে থাকবেন না। একা থাকলে শয়তান আপনাকে ছাই দিয়ে

---

[৭১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৮৮।

[৭২] তিরমিজি, ১৯২১।

[৭৩] তিরমিয, ২৩৯০।

[৭৪] বুখারি, ৬৬০; মুসলিম, ১০৩১; নাসায়ী, ৫৩৮০।

ধরবে। আগের কথা মনে করিয়ে দেবে। যখনি মনে খারাপ কিছু উঁকি দেবে, সাথে সাথে নিজেকে অন্যকোনো ব্যস্ত করে ফেলবেন। কাজ খুঁজে না পেলে ওজু করে দাঁড়িয়ে যাবেন নামাজে। শয়তান যখন দেখবে, তার ওয়াসওয়াসা পাওয়া মাত্রই আপনি নামাজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, সে আর ডিস্টার্ব করবে না। বিয়েটা যদি দ্রুত সেরে নিতে পারেন, তবে ভালো হয়। অন্যথায় রোজা রাখার অভ্যাস করবেন। এতে করে যৌন-কামনা প্রশমিত হবে।[৭৫]

৪. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

আল্লাহ তাআলার তাওফীক ছাড়া কিছুই সম্ভব না। তাই নিজেকে সঁপে দিতে হবে আল্লাহর কাছে। এই গোনাহ থেকে বের হয়ে আসার জন্য তাঁর দরবারে কাকুতি মিনতি করতে হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, 'যদি সব ওষুধে কাজ না হয়, তাহলে তো শুধু একটা দরজাই খোলা থাকে। সে যেন একান্তভাবে তাঁকে ডাকে, যিনি বান্দাদের একান্ত প্রয়োজনে সাড়া দেন। সে যেন তাঁর দরজার সামনে অনুনয় আর বিনয় নিয়ে দাঁড়ায়। যে এমনটা করতে পারে, সেই তো সাফল্য লাভ করে।'[৭৬]

আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চান। অশ্লীল উপায়-উপকরণ থেকে দূরে থাকার শপথ গ্রহণ করুন। হাদিসে অনেকগুলো দুআ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দিয়ে মিনতি করতে থাকুন। এই দুআটা মুখস্থ করে নিতে পারেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

"হে আল্লাহ! আমার কানের অনিষ্ট থেকে, চোখের অনিষ্ট থেকে, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"[৭৭]

---

[৭৫] নবি ﷺ বলেন, "যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কারণ রোজা তার জৈবিক উত্তেজনা প্রশমিত করবে।" [ইবনু মাজাহ, ১৮৪৬; সিলসিলা সহিহাহ, ২৩৮৩]

[৭৬] Muhammad Salih Al-Munajjid, Lust, p. 36.

[৭৭] আবু দাউদ, ১৫৫১; নাসাঈ, ৫৪৪৪; সহীহ।

শেষ কথা

প্রিয় ভাই আমার! তুমি কখনোই চাইবে না, যিনারত অবস্থায় তোমার বাবা-মা তোমাকে দেখে ফেলুক। কারণ, মুরুব্বিদের সামনে বিব্রতকর অবস্থায় ধরা খাওয়াটা যে লজ্জার কাজ, তা তুমি ঠিকই বোঝো। তবে কেন বুঝো না যে, আল্লাহর সামনে যিনা করাটা আরও বেশি লজ্জাজনক? সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তুমি হয়তো গোনাহ করে ফেলতে পারবে, কিন্তু আল্লাহর নজরকে ফাঁকি দেবে কিভাবে? এমন কোনো জায়গা কি তুমি খুঁজে পাবে, যেটা আল্লাহর দৃষ্টিসীমার বাইরে?[৭৮]

কোনো জায়গা তো দূরে থাক, তোমার কল্পনার জগতটাও তাঁর আওতার বাইরে নয়। অন্তর দিয়ে যা কিছুই কল্পনা করো না কেন, সেটাও তিনি জানেন। "তিনি তাঁর বান্দাদের সব খবর রাখেন, সবকিছু দেখেন।"[৭৯] তিনি সব মনিটর করছেন।[৮০] এরপরেও কি তাঁকে ভয় করবে না?

শাইখ খালিদ আর-রাশীদ খুব সুন্দর করে বলেছেন, **"এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো যে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না', তবে তুমি কত বড় কুফরিতে লিপ্ত! আর 'আল্লাহ দেখছেন' এ বিশ্বাস নিয়ে যদি পাপাচারে লিপ্ত হও, তবে কত কঠিন তোমার অবাধ্যতা, কত বিশাল তোমার হঠকারিতা! তুমি কত বড় অবাধ্য! কত বড় নির্লজ্জ!"**

ভাই আমার! নিজের প্রবৃত্তি যখন গোনাহ করতে চায়, তখন আল্লাহর নজরদারির কথা স্মরণ করো। মহামহিম আল্লাহর দৃষ্টিকে তুমি তুচ্ছ মনে কোরো না। আল্লাহ সহনশীল, তাই সবকিছু দেখার পরও সহ্য করছেন। **তাঁর সহনশীলতা আর মহানুভবতার কারণে ধোঁকা খেয়ো না। ক্রমাগত পাপ করতে থাকার পরও যদি উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাও, তবুও আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না। মনে রেখো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে দেওয়া সামান্য অবকাশ মাত্র।**[৮১] **অবকাশের সময়টা পেরিয়ে গেলে ঠিকই আগুনের শেকল দিয়ে পাকড়াও করা হবে।**[৮২] সে-দিনটি এতই ভীতিকর হবে যে, বাচ্চা শিশুটিও বৃদ্ধের মতো হয়ে যাবে। মমতাময়ী মা ভুলে যাবে তার ছোট্ট সোনামণিকে। মানুষগুলো শাস্তি দেখে

---

[৭৮] আল্লাহ তাআলা বলেন, "কোনো দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সব দৃষ্টি নাগালে রাখেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।" [সূরা আনআম, ৬ : ১০৩]

[৭৯] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৯৬।

[৮০] আল্লাহ তাআলা বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।" [সূরা নিসা, ০৪ : ১]

[৮১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২।

[৮২] সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ১৭৮।

ক্রমাগত মাতলামো করতে থাকবে।[৮৩] ওহে মিসকিন! সেদিন তোমার অবস্থা কী হবে?

একটা মেয়েকে খুশি করার জন্যে তো ১০১টি নীলপদ্ম এনে দিতে চাও, ঢেউ থামাতে চাও সাগরের, পাড়ি দিতে চাও সাত সমুদ্দুর আর তেরো নদী... **কিন্তু তোমার প্রতিটি নিশ্বাস যাঁর ইচ্ছেধীন, তোমার জীবন যাঁর হাতের মুঠোয়, সেই মহামহিম আল্লাহকে খুশি করার ইচ্ছে কি মনে জাগে না? তোমার যৌবন যাঁর দান, তাঁরই হুকুমের বিরুদ্ধে কাটিয়ে দিচ্ছো যৌবনের দিনগুলি?**

বাহ! কী চমৎকার প্রতিদান!

তোমাকে যখন বলি ফিরে আসার কথা, তুমি শুধু বলো—'যাক-না কটা দিন। যৌবনে মাস্তি না করলে কি বুড়োকালে করব?'

আহ! কতই-না হঠকারী সিদ্ধান্ত তোমার! **যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা রেখেছো আমোদ-প্রমোদের জন্যে, আর থুরথুরে বুড়োকাল আল্লাহর জন্যে! একজন মুসলিম হিসেবে এরচেয়ে নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারে!!!**

> "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিল?"[৮৪]

প্রিয় বোন আমার! হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যু চলে আসবে। জ্যান্ত মানুষ থেকে তুমি হয়ে যাবে নিশ্চল লাশ। সুগন্ধির পরিবর্তে তোমার শরীরে লাগানো হবে কর্পূর। ধবধবে সাদা পোশাকে মুড়িয়ে দেওয়া হবে পুরো দেহ। আজ হোক বা কাল, পরপুরুষ থেকে তোমাকে আলাদা করা হবেই। ইচ্ছে না করলেও সাদা হিজাব গায়ে দিয়ে দুনিয়া ছাড়তে হবে তোমাকে। ছেড়ে যেতে হবে প্রেমিক-বন্ধু-বান্ধব-পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনকে। তখন ঠিকই লজ্জার ভূষণ শোভা পাবে তোমার গায়ে। ওই অন্তিম মুহূর্তে অনিচ্ছাকৃত লজ্জার কোনো মানে আছে?

দুনিয়া থেকে যাচ্ছি চলে, কাফনে ঢেকে নিজের মুখ
আফসোস! মরার পরেই ফিরে এলো আমার শেষ লজ্জাটুক![৮৫]

উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিতেন।[৮৬] আয়িশা ﵂-এর কাছে ইলমের প্রয়োজনে কোনো সাহাবি আসলে, তিনি কণ্ঠ বিকৃত করে কথা বলতেন। যাতে তাঁর আসল কণ্ঠস্বর কেউ

---

[৮৩] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২।

[৮৪] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ৬।

[৮৫] একটি উর্দু কবিতার সারাংশ।

[৮৬] মুসলিম, ১১১০।

বুঝতে না পারে।[৮৭] আর সেখানে তুমি বেহুদা কারণে পরপুরুষের সাথে রং-তামাশা করছো? বয়ফ্রেন্ডের সাথে যিনার গল্পে মত্ত হয়ে উঠছো? কবে থেকে তোমার লাজ-সরমের এতটা পচন ধরল?

রাসূল ﷺ মারা গেলে আয়িশা ﵂-এর ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর রাসূলের খলিফা নিযুক্ত হন আবু বকর ﵁। একসময় তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। নবিজির পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর খলিফা নিযুক্ত হন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁। হায়াত শেষ হলে আল্লাহ তাঁকেও নিয়ে যান দুনিয়া থেকে। উমরকেও দাফন করা হয় নবিজির পাশে (আয়িশা ﵂-এর ঘরে)। যেদিন থেকে তাঁকে দাফন করা হয়, সেদিন থেকেই সতর্ক হয়ে যান মা আয়িশা ﵂। তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বে আমি আমার ঘরে (নির্দিষ্ট পরিমাণ) কাপড় খুলতে লজ্জাবোধ করতাম না। ভাবতাম, এখানে আমার স্বামী আর বাবার কবরই তো রয়েছে। কিন্তু উমরকে দাফন করার পর থেকে আমি কখনোই এই ঘরে কাপড় খুলিনি। **ঘরে উমরের কবর আছে—এই লজ্জায় সবসময় শরীরের সাথে শক্ত করে কাপড়কে বেঁধে রাখতাম!**'[৮৮]

সুবহানাল্লাহ! মুমিনদের মা আয়িশার লজ্জাশীলতা দেখো। **পরপুরুষের কবরের সামনে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করতে লজ্জাবোধ করতেন! আর আয়িশার সন্তান হয়ে তুমি ছেলেদের সাথে অবাধে মেলামেশা করছো?** উমরের মতো দ্বীনদার ও মুত্তাকি ব্যক্তির কবর দেখে আয়িশা নিজেকে ঢেকে রাখতেন। আর তুমি বেদ্বীন, বেহায়া ছেলের সামনে নিজের সবটা খুলে দিতেও লজ্জা বোধ করছো না!

ছিহ! কতটা নিচে নেমে গেছে তোমার ঈমানি চেতনা। কতটা অধঃপতন হয়েছে তোমার। কিয়ামতের দিন কোন মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে?



[৮৭] তাফসিরে কুরতুবী, ১৪/১৪৬।

[৮৮] মুসনাদে আহমাদ, ২৫৬৬০; মুসতাদরাক হাকিম, ৪৪০২; সহীহ।

প্রেম শব্দটা বড়ই ধোঁকাবাজিপূর্ণ। কারণ, আল্লাহর বিধান অনুসারে এটা প্রেম নয়। এটাকে ভালোবাসাও কয় না। এর আসল নাম হলো 'যিনা'।

হারাম রিলেশনশিপ আসলে যিনা-ব্যভিচারের অপর নাম। শয়তানের প্ররোচনায় আমরা মনে করে থাকি—শুধু ফিজিক্যাল রিলেশনে জড়ালেই বুঝি যিনা হয়। না, ভুল ধারণা। লজ্জাস্থানের ব্যবহার হলো যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর বাইরেও যিনার প্রকার রয়েছে। চোখ, কান, মুখ, হৃদয়—প্রতিটি অঙ্গের জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বিধান।

নবি ﷺ বলেন, "দু-চোখের ব্যভিচার হলো (হারাম দিকে) তাকানো, দু-কানের ব্যভিচার হলো (অশ্লীল জিনিস) শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (অশ্লীল) কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।" [মুসলিম, ২৬৫৭]

ভালোবাসা কারে কয়
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২৪
নির্ধারিত মূল্য : ৮২৫

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড